IJCRT.ORG ISSN : 2320-2882

INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE RESEARCH THOUGHTS (IJCRT)

An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

নারী পাঠকৃতির প্রস্তাবনা : প্রসঙ্গ দেবারতি মিত্রের কবিতা

ড. রূপা ভট্টাচার্য

সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ

রামকৃষ্ণনগর মহাবিদ্যালয়

ABSTRACT

The rewriting of the history of civilization and culture is one of the themes of women's fiction. Girls are the female poets who want to look at the past with new eyes, sowing the seeds of questions about the rationality of existence. A new language means a new language. A new proposal. Differences in the nature of women and women's reading are also reflected in the world of Debarati Mitra's poetry. From 'Andhaskulay Ghanta Baje' to 'Bhootera O Khuki', the world of his poetry can be said to be integrated in the initial form. The background of Debarati Mitra's poetry has been created through fragmentary analogies. There is a special meaning in his statement.

However, the question arises whether the poem can be taken as a product of feminist reading only if the feminine speech posture is raised. Naturally, the answer will raise doubts and negative tones. Because if a girl wants, maybe she can decorate the poem with feminine sayings, but it cannot be said emphatically that the feminine world will always be found in it. Sometimes the insatiable urge to write genderless poetry becomes a bulwark for feminist readings. This happens because there is no specific conviction of the poet in the social and cultural context. But it cannot be attributed to women.

An explicit protest against the pressures of patriarchal power, however, does not become so explicit in Debarati's poetry. However, the presence of women in a new phase is seen in his poetry. As a subject, self-portrait is noticeable in his works. In contrast to the goodness developed in the masculine form, his poetry seeks the hidden self-identity.

Here, in the light of the changing times, the form of poetry becomes intense. The changing times also bring the message of new beginnings.

So it can be said that readership is increasingly looking for the existence of women. Needless to say, being a woman poet, she has been able to place some expressions in poetry in a sincere way. It was only possible for a woman.

His poetry is no less significant as the first step in breaking the cultural institutions created by men. Debarati Mitra's poetry claims to be our inspiration as we get a glimpse of our own experience, sense of existence, the beginning of a new horizon by rejecting the patriarchal class.

Keywords : civilization, existence, differences, reflected, fragmentary, analogies, feminine, self-portrait

> "Poetry, finally, is the most complete of all the arts and therefore that form, which knows best how to do justice to the significance of time. It does not need to confine itself to the moment in the way painting does, nor vanish without trace in the way music does."

সোরেন কিয়ের্কেগার্দের এই অনুভূতি-নিবিড় উচ্চারণ আমাদের ভাষায়। সভ্যতা ও সংস্কৃতির ইতিহাসের পুণর্লিখন, পুর্ণভাষ্য নারীবীক্ষার অন্যতম আধেয়। অস্তিত্বের যৌক্তিকতা সম্পর্কে প্রশ্নের বীজ বপন করে অতীতকে নতুন চোখে দেখতে চাইছেন মেয়েরা বলা বালো মেয়ে কবিরা। নূতন ভাষা মানেই তো নব অভিব্যক্তি। এক নতুন নন্দনের প্রস্তাবনা। নারীবীক্ষা, নারীপাঠকৃতির ভিন্ন প্রকরণ ফুটে ওঠে দেবারতি মিত্রের কবিতার জগতেও। 'অন্ধস্কুলে ঘন্টা বাজে' থেকে শুরু করে 'ভূতেরা ও খুকি' পর্যন্ত তাঁর কবিতার ভুবন প্রাথমিক ভাবে সংহত হয়েছে বলা যায়। টুকরো টুকরো অনুপুঙ্খের মধ্য দিয়ে তৈরি হয়েছে দেবারতি মিত্রের কবিতার পটভূমি। এক বিশেষ ভঙ্গি তাঁর বয়ানে স্পষ্ট।

ক.

শোন না শোন না বস, ঝম ঝম ঘড়ি, জানতে চেয়ো না।
রথচূড়া গাছটির দুধ আলতা একরাত্রে কতখানি জমে,
ইনিয়ে বিনিয়ে নয় আর কোনো প্রত্নকুহ
ভুলে যেতে পার যদি
আজ ভুলে যাও

(রেকর্ড প্লেয়ার)

খ.

আমার খুলতে কোন দ্বিধা নেই
নিজেকে দেখাতে
বরং নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচি
যদি বিম্ব এসে পড়ে—
বিভ্রম অসংখ্য বাঁক আমি চাই
যাতে গাছ বসন্তকালীন
ময়ূর পেখম বলে মনে হয়,
না হলে ফোয়ারা হবে কি করে যে
যার জন্যে সবাই চঞ্চল?

(পাখা খোলা মন)

তবে প্রশ্ন ওঠে মেয়েলি বাচন ভঙ্গি উত্থাপিত হলেই কি সেই কবিতাকে নারীচেতনাবাদী পাঠের উপজীব্য বলে গ্রহণ করা যায়। স্বাভাবিক ভাবেই উত্তরে জেগে উঠবে সংশয় ও নেতিবাচক সুর। কেননা কোনও মেয়ে ইচ্ছে করলে হয়তো মেয়েলি বয়ান দিয়ে কবিতার ডালি সাজাতেই পারেন, কিন্তু সর্বদাই এর মধ্যে নারীবিশ্বের সন্ধান মিলবে, একথা কিন্তু জোরগলায় বলা যায় না। কখনও কখনও লিঙ্গনিরপেক্ষ কবিতা রচনার দুরন্ত তাগিদ নারীচেতনাবাদী পাঠের পক্ষে প্রাচীর হয়ে ওঠে। এরকম ঘটে যায় কেননা কবির নির্দিষ্ট কোনও প্রত্যয় নেই সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রেক্ষিতে। কিন্তু তাই বলে নারী পাঠকৃতির মান্যতায় একে ভূষিত করা যায় না।

পুরুষতান্ত্রিক ক্ষমতার চাপের বিপক্ষে স্পষ্ট প্রতিবাদ যদিও দেবারতির কবিতায় সেভাবে স্বচ্ছ হয়ে ওঠে না। তবুও নতুন এক আবহে নারীর উপস্থিতি তাঁর কাব্যে পরিলক্ষিত হয়। বিষয়ী হিসেবে আত্মপ্রতিকৃতি ও তাঁর রচনায় লক্ষ্যগোচর। পুরুষালি ছকে গড়ে ওঠা ভালোত্বের বিপরীতে গিয়ে সন্ধান করে তাঁর কবিতা নিভৃত আত্ম পরিচয়।

'তোমার কোথাও বীজ নেই বীজ থাকবে না,
মাটি ও জলের এই হিংস্র অভিশাপ।
পাকা ফসলের গা গুলোনো ভারী গন্ধে, হাওয়ার তুফানে
চোখের ফাটন থেকে ছিটকে পড়ল তারা।'

(আরো অন্ধ)

এখানে বিবর্তনশীল সময়ের আলোকে কাব্যভাষার রূপই প্রখর হয়ে ওঠে। পরিবর্তিত সময়ে পরিসরও নিয়ে আসে নতুন সূচনার বার্তা।

‘গোধূলি রঙের কালো মেয়ে
হাতে চ্যাপটা আলো নামছে ছায়ার জলে
আধেক ঝিনক খুলে একাকিনী।’

(শ্মশান কালী)

তাই বলা যায় পাঠকৃতি ক্রমশই নারী অস্তিত্বকে খুঁজতে তৎপর। বলা বাহুল্য একজন নারী কবি বলেই কিছু অভিব্যক্তিকে আন্তরিক বাচনে কবিতায় স্থান দিতে পেরেছেন। একজন অনুভূতি-প্রবণ নারীর পক্ষেই তা সম্ভব ছিল।

‘ব্যর্থতা একটা মৌচাক
আমি সেখানে নানান প্রায়শ্চিত্ত থেকে এনে
অশ্রু ভরি
.....
ব্যর্থতা এক আচ্ছন্ন কপিশ নীল আরক
গড়েয়ে আসে আমার মস্তিষ্কে গর্ভে,
আমৃত্যু পায়ের চিহ্নে।
এই উন্মাদিনীর অবচেতনের মতো এ নীরন্ধ্র,
কোনক্রমেই ভাঙে না।’

পুরুষের তৈরি সংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান ভাঙার প্রাথমিক সোপান হিসেবে তাঁর কবিতা কোনও অর্থেই কম তাৎপর্যময় নয়। পিতৃতান্ত্রিক বর্গকে অস্বীকার করে নিজস্ব অভিজ্ঞতা, অস্তিত্ববোধ, নতুন দিগন্তের সূত্রপাতের নিদর্শন পাই বলেই দেবারতি মিত্রের কবিতা আমাদের অভিনিবেশ দাবি করে।

Keywords : পুণর্লিখন, পুর্ণভাষ্য, যৌক্তিকতা, অভিব্যক্তি, নারীবীক্ষা, নারীপাঠকৃতি, নারীচেতনাবাদী, আত্মপ্রতিকৃতি

তথ্যসূত্র

তপোধীর ভট্টাচার্য, কবিতা : নন্দন ও সময়, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, ৬/২ রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট, কলকাতা- ৭০০০০৯, পৃ. ১১